নার্সিং : সেবার মহান ব্রত

আহমেদ বায়েজীদ

বর্তমান সময়ে প্রথাগত ও গতানুগতিক উপায়ে ক্যারিয়ার গড়ার চেয়ে কারিগরি কিংবা কর্মমুখী শিক্ষায় নিজেকে শিক্ষিত করে স্বাবলম্বী ও নিশ্চিত ক্যারিয়ার গড়ার বিষয়ে তরুণ-তরুণীদের ঝোঁক প্রবলভাবে লক্ষ্য করা যায়। স্বল্প খরচ কিংবা স্বল্প সময়ে ডিগ্রি অর্জন করে কাজ পাওয়ার ক্ষেত্রে যে কটি বিষয়ের ওপর নিশ্চিন্তে নির্ভর করা যায়, তার মধ্যে নার্সিং অন্যতম। নার্স বা সেবিকা শব্দটি স্ত্রীবাচক হলেও এ পেশায় নারীদের পাশাপাশি পুরুষরাও কাজ করে থাকেন। সেবার মহান ব্রত নিয়েই মূলত নার্সরা কাজ করেন। অসহায় ও অসুস্থ মানুষের সেবার পাশাপাশি এ পেশায় নিশ্চিত ও নির্ভরতায় ক্যারিয়ার গড়া যায়। নার্সিং পেশায় আসতে আগ্রহীদের জন্য রয়েছে বিশাল কর্মবাজার। নির্ঝঞ্ঝাট ও সহমর্মিতার পেশা হিসেবেও এটি অনেকের পছন্দ। দেশের পাশাপাশি বিদেশেও রয়েছে নার্সদের জন্য সম্মানজনক কাজের সুযোগ। মহীয়সী নারী ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলকে বলা হয় নার্সিং সেবার অগ্রপথিক। তার দেখানো পথ ধরেই সারা পৃথিবীতে মানবসেবায় কাজ করে যাচ্ছে হাজার হাজার নার্স। নাইটিঙ্গেল প্রণীত 'নোটস অন নার্সিং' গ্রন্থটিকে নার্সিং বিষয়ের পথিকৃৎ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। মানবসেবার মতো মহান কাজ, পাশাপাশি নিজের উপার্জন দুটোই সম্ভব এ পেশায়।

নার্সিং পেশায় আসতে হলে : বাংলাদেশে সরকারি ও বেসরকারি উভয় পর্যায়েই বেশকিছু নার্সিং একাডেমি রয়েছে। একসময় দেশে নার্সিং বিষয়ে শুধু ডিপ্লোমা কোর্স চালু থাকলেও এখন বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে এ বিষয়ে বিএসসি (অনার্স) ও পোস্ট বিএসসি কোর্স চালু হয়েছে। বিএসসি ইন নার্সিংয়ে ভর্তি হতে চাইলে আগ্রহী শিক্ষার্থীকে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক অথবা সমমানের পরীক্ষায় ন্যূনতম জিপিএ-২.৫০ পেয়ে উত্তীর্ণ হতে হবে। এই কোর্সে যে কোনো বিভাগের শিক্ষার্থীরাই ভর্তি হতে পারে। যদিও বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীদের অগ্রাধিকার দেয়া হয়। বিএসসি ইন নার্সিং কোর্সের জন্য সারাদেশে প্রতি বছর এইচএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশের পরপরই বিজ্ঞপ্তি দিয়ে ভর্তি নেয়া হয়। সরকারি প্রতিষ্ঠানে সাধারণ গ্র্যাজুয়েশন কোর্সের মতোই খরচ

> বেসরকারি পর্যায়ে দেশে প্রচুর হাসপাতাল ও ক্লিনিক গড়ে ওঠার ফলে এসব প্রতিষ্ঠানেও রয়েছে নার্সদের জন্য বিশাল কর্মবাজার। প্রতিটি হাসপাতাল ও ক্লিনিক পরিচালনার জন্য ডাক্তারদের পাশাপাশি দরকার একদল দক্ষ নার্স। সরকারি নার্সরা সরকারি পে-স্কেলে বেতন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে থাকেন। আর বেসরকারি প্রতিষ্ঠান-গুলোতে প্রতিষ্ঠান ও যোগ্যতাভেদে ১০ হাজার থেকে ২৫ হাজার টাকা পর্যন্ত বেতন হয়ে থাকে

হবে। তবে বেসরকারি পর্যায়ে এই কোর্স করতে তিন থেকে সাড়ে তিন লাখ টাকা খরচ পড়ে।

এছাড়া নার্সিং পড়াশোনার জন্য ডিপ্লোমা কোর্সটিও সরকারি ও বেসরকারি দুভাবেই সম্পন্ন করা যায়। ডিপ্লোমা কোর্সের জন্য ন্যূনতম জিপিএ-২.৫০সহ এসএসসি পাস শিক্ষার্থীরা আবেদন করতে পারেন। ডিপ্লোমা কোর্সের জন্যও যে কোনো বিভাগের শিক্ষার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

কোথায় পড়বেন : বাংলাদেশে সরকারি পর্যায়ে ৭টি নার্সিং কলেজে বিএসসি ইন নার্সিং কোর্স পড়ানো হয়। এগুলোর মধ্যে অন্যতম ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের অন্তর্ভুক্ত ঢাকা নার্সিং কলেজ, এখানে আসনসংখ্যা ১০০। এছাড়া রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল, ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল, চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল, রংপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল, সিলেট ওসমানী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল ও বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের নিজ নিজ নার্সিং কলেজে এই কোর্স চালু রয়েছে। এর প্রতিটিতে আসনসংখ্যা ১০০টি করে।

এছাড়া পোস্ট বেসিক-বিএসসি নার্সিং কলেজ আছে দেশে ৪টি, যার প্রতিটির আসনসংখ্যা ১২৫টি করে। এগুলো হলো– সেবা মহাবিদ্যালয়, মহাখালী, ঢাকা; ফৌজদারহাট নার্সিং কলেজ, চট্টগ্রাম; বগুড়া নার্সিং কলেজ, বগুড়া; খুলনা নার্সিং কলেজ, খুলনা। আর ডিপ্লোমা ইন নার্সিং কোর্সের জন্য বাংলাদেশ সরকারের সেবা পরিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন ঢাকার মিটফোর্ড হাসপাতালসহ দেশের মোট ৪৩টি জেলা সদর হাসপাতালে নার্সিং একাডেমি রয়েছে। এসএসসি পাসের পর এসব প্রতিষ্ঠান থেকে তিন বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ডিগ্রি নেয়া যায়। এগুলোর আসনসংখ্যা সর্বনিম্ন ৩০টি, সর্বোচ্চ ৫০টি।

বেসরকারি পর্যায়ে নার্সিং প্রশিক্ষণের জন্য দেশে ৩৯টি নার্সিং কলেজ রয়েছে। এ প্রতিষ্ঠানগুলো ঢাকা ও ঢাকার বাইরে বিভিন্ন জেলায় অবস্থিত। সম্মিলিতভাবে এগুলোর মোট আসনসংখ্যা ১ হাজার ৫২০টি। এর মধ্যে রাজধানী ঢাকায় অবস্থিত উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রতিষ্ঠান যেমন– ঢাকার হলি ফ্যামিলি হসপিটালের বিএ সিদ্দিকী নার্সিং ইনস্টিটিউট, মগবাজার, সাভারের সিআরপি নার্সিং ইনস্টিটিউট, ঢাকা, আদ্-দ্বীন হাসপাতালের ফাতেমা নার্সিং ইনস্টিটিউট অন্যতম।